যুগান্তর

তারিখ ... 04 MAR 2012 ...
পৃষ্ঠা ...১৮... কলাম ...৫...

পবিপ্রবির ৩০ শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত : আত্মাহুতির ঘোষণা

বাবুগঞ্জ (বরিশাল) প্রতিনিধি

পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (পবিপ্রবি) বাবুগঞ্জ ক্যাম্পাসে চলতি শিক্ষাবর্ষে চালু করা অ্যানিমেল হাজবেন্ড্রি অনার্স কোর্সে ভর্তি হওয়া ৩০ মেধাবী শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। সারাদেশে চলতি শিক্ষাবর্ষের অনার্স কোর্সের ক্লাস ও পরীক্ষা যথারীতি শুরু হলেও আইনি জটিলতায় এই হতভাগ্য শিক্ষার্থীদের লেখাপড়া বন্ধ হয়ে আছে। তাই শিক্ষাজীবন নষ্ট হলে এবার জনসম্মুখে একযোগে আত্মাহুতি দেয়ার ঘোষণা দিয়েছে চরম হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়া অ্যানিমেল হাজবেন্ড্রি কোর্সের ওই ভুক্তভোগী ৩০ শিক্ষার্থী। শনিবার বাবুগঞ্জ প্রেস ক্লাব ভবনে অনুষ্ঠিত এক সংবাদ সম্মেলনে এই ঘোষণা দেন তারা। এ সময় ভুক্তভোগী শিক্ষার্থীদের পক্ষে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন অ্যানিমেল হাজবেন্ড্রি কোর্সের প্রথম বর্ষের ছাত্র ফাহাদ ইবনে ইউসুফ। এ সময় নাজমুল ইসলাম, আবিদ মাহমুদ, প্রিয়াংকা দত্তসহ ভুক্তভোগী ৩০ শিক্ষার্থী উপস্থিত ছিলেন। শিক্ষার্থীরা জানায়, পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় তাদের একাডেমিক কাউন্সিল এবং রিজেন্ট বোর্ডের সভায় অনুমোদনের পর প্রয়োজনীয় যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে বাবুগঞ্জ ক্যাম্পাসে বিএসসি-ইন-অ্যানিমেল হাজবেন্ড্রি (অনার্স) ডিগ্রি চালু করে চলতি শিক্ষাবর্ষে ৩০ মেধাবী শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়। কিন্তু কোন যৌক্তিক কারণ ছাড়াই ২৫ অক্টোবর একটি কথিত সমিতির আপত্তির দোহাই দিয়ে ওই কোর্সে শিক্ষার্থী ভর্তির কার্যক্রম স্থগিত করে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি)। ইউজিসির এই সিদ্ধান্তের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে ২০ ডিসেম্বর হাইকোর্টে একটি রিট পিটিশন দাখিল করেন অ্যানিমেল হাজবেন্ড্রি কোর্সে ভর্তি হওয়া বরিশালের মেধাবী ছাত্র আবিদ মাহমুদ ও স্বাধীন চন্দ্র মণ্ডল। হাইকোর্টের বিজ্ঞ বিচারপতি মোঃ মজিবুর রহমান মিয়া ও বিচারপতি মির্জা হুসেইন হায়দারের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ ওই দিনই শুনানি শেষে ২৫ অক্টোবর ইউজিসির জারি করা ভর্তি বন্ধের আদেশকে অবৈধ ঘোষণা করে তা স্থগিত করেন। এদিকে মামলার বিবাদীদের পক্ষ অবলম্বন করে কথিত ওই সমিতি (ভেটেরিনারি অ্যাসোসিয়েশন) ২৬ জানুয়ারি হাইকোর্টে ভর্তি বাতিলের দাবিতে পিটিশন দাখিল করলে আদালত ২৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এ কোর্সের পরবর্তী কার্যক্রমের ওপর স্থিতাবস্থা (স্ট্যাটাসকো) জারি করেন। পরে বিচারপতি মির্জা হুসেইন হায়দার ও বিচারপতি মুহম্মদ খুরশীদ আলম সরকারের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চে ১৬ ফেব্রুয়ারি আলোচিত এ মামলার আংশিক শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। এরপর পরবর্তী শুনানির জন্য প্রতিদিন হাইকোর্টের দৈনন্দিন কার্য তালিকায় গুরুত্বপূর্ণ এ মামলাটি স্থান পেলেও তা ঝুলে যায়। এদিকে আইনি জটিলতার যাঁতাকলে শিক্ষার্থীদের ক্লাস এখনও শুরু করতে পারেনি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকরা চরম উৎকণ্ঠিত ও দিশেহারা হয়ে পড়েছেন।